রঙ্গশালার পরিকল্পনায় 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই রঙ্গমঞ্চের অনুসরণে 'বেঙ্গলী থিয়েটার'-এ গ্যালারি, বক্স, পিট গড়ে তুলেছিলেন। যা আমাদের যাত্রামঞ্চ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আবার নিজের দেশের ইয়ারস্লাভলে ফিয়োদর ভোল যেভাবে মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন সেই স্মৃতিও তাঁর মনে ছিল। গেরাসিমের মঞ্চে তার প্রভাবও পড়েছিল। এ কারণেই 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় গ্রীয়ার্সন তাঁর 'The English Theatre and The Bengali Drama' প্রবন্ধে লেবেদেভের মঞ্চ প্রয়াসকে 'The earliest adaptation of Europe Dramatic form to the Bengali Stage' বলে উল্লেখ করেছেন।

এবার অভিনয়ের পালা।

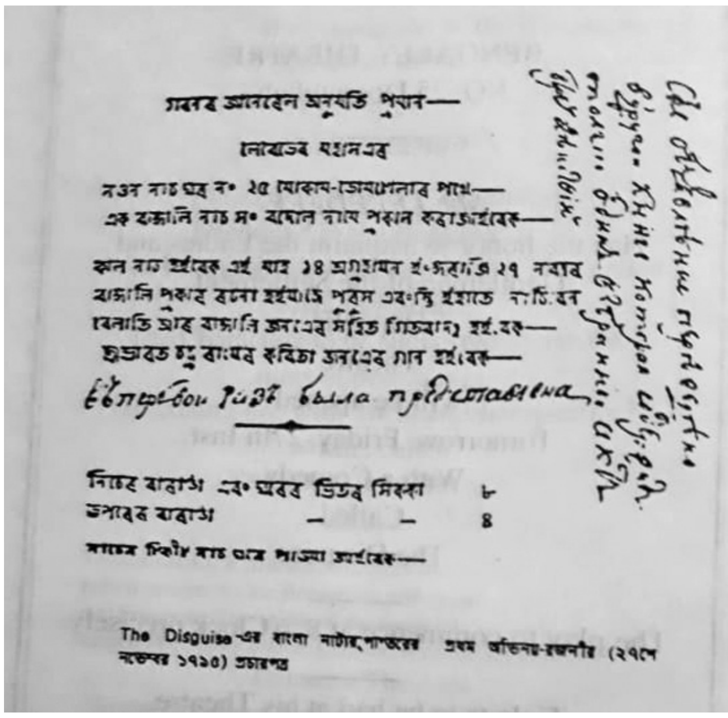

The Disguise-এর বাংলা নাট্যরূপান্তরের প্রথম অভিনয়-রজনীর (২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫) প্রচারপত্র

গোলোকনাথ তাঁর কথা রেখেছিলেন। অভিনয়ের ব্যাপারে গেরাসিমকে সবরকম সাহায্য করেছিলেন। বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত কোনও ঝুমুরের দল থেকে অভিনেত্রীদের এনেছিলেন। মতান্তরে খিদিরপুর অঞ্চলের নিষিদ্ধ পল্লি থেকে অভিনেত্রীদের আনা হয়েছিল। লেবেদেভ তিনজন মহিলা ও দশজন পুরুষ নিয়ে মহলা শুরু করলেন। কলকাতা তখন সাহেবদের দখলে। সেসময় বাঙালিদের নিয়ে অভিনয় করানোর ঝুঁকি গেরাসিম নিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনেও তিনি চমক আনলেন। ১৭৯৫-এর ৫ নভেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এভাবে :

'By permission of The Honorable Governor General —

Mr. Lebedeff's

New Theatre in the Doomtullah,

Decorated in the Bengali Style

Will be opened very shortly, with the play called —

THE DISGUISE

The Characters to he supported by performers of both sexes,

To Commence with Vocal and Instrumental music called —

THE INDIAN SERENADE'

'বেঙ্গলি স্টাইল' বলতে শ্রদ্ধেয় অহীন্দ্র চৌধুরী, শম্ভু মিত্ররা অনুমান করেছেন যে, আলপনা, কলাগাছ, মঙ্গলঘট, শঙ্খ, লতাপাতা ইত্যাদি নিয়ে মঞ্চ সাজানো হয়েছিল। আবার এমনও ধারণা করা যেতে পারে, প্রসেনিয়াম মঞ্চের নানা সিন-সিনারি আর আশেপাশের পর্দা বাঙ্গলার লোকশিল্পের আদলে আঁকা হয়েছিল। নাটকের আবহে কণ্ঠ ও সুরের ব্যবহার করা হয়েছিল যা দেশি-বিদেশি সুরের মিশেলে। এল সেই দিন ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর। 'বেঙ্গলী থিয়েটার'-এ প্রথম অভিনীত হল 'কাল্পনিক সংবদল' নাটক। সেদিন পুরো নাটক নয়, মাত্র একটি অঙ্ক অভিনয় হয়েছিল। রাত আটটায় নাটক শুরু হয়েছিল। টিকিটের দাম ছিল বক্স — আট টাকা, পিট — চার টাকা। আজ যখন বিনা পয়সায় কিংবা কমপ্লিমেন্টারিতে নাটক দেখতে অভ্যস্ত অধিকাংশ দর্শক, তখন ১৭৯৫ সালে অত দামের টিকিট কেটে দু'শো আসন ভরে দিয়েছিল কলকাতার নাট্যরসিক মানুষজন। লেবেদেভের কথায়, 'এত জনসমাগম হয়েছিল যে আমার থিয়েটার তিন গুণ বড় হলে তবেই স্থান সংকুলান করা যেত।' যাত্রা দেখতে অভ্যস্ত দর্শকদের কথা মাথায় রেখে তিনি তখনকার জনপ্রিয় যাত্রা 'বিদ্যাসুন্দর' (ভারতচন্দ্র)-এর দু'টি গান নাটকে ব্যবহার করেছিলেন। গান দু'টি হল — 'প্রাণ কেমন করে রে/না দেখে তাহারে' এবং 'গুণসাগরে নাগর রায়/নগর দেখিয়া যায়'। অভিনেতারা উচ্চগ্রামে অভিনয় করেছিলেন। নানা কৌতুক, মজা, হাস্যরস থাকায় নাটকটি দর্শক দরবারে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল।

প্রথম অভিনয়ের চূড়ান্ত সাফল্যে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে গেরাসিম দ্বিতীয় অভিনয়ের পরিকল্পনা করেন। 'কাল্পনিক সংবদল'-এর দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৭৯৬ সালের ২১ মার্চ। দ্বিতীয় রজনীতে তিন অঙ্কের পুরো নাটকটিই অভিনীত হয়। প্রথম অঙ্ক বাংলায়, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য মূর ভাষা অর্থাৎ হিন্দুস্থানি ভাষা, দ্বিতীয় দৃশ্য বাংলায়, তৃতীয় দৃশ্য ইংরাজিতে এবং তৃতীয় অঙ্কের পুরোটাই বাংলা ভাষায় অভিনীত হয়। ইংরেজ দর্শকদের কথা মাথায় রেখে গেরাসিম একটি দৃশ্য ইংরেজিতে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজি জানা দর্শকদের সুবিধার জন্য নাটকের আখ্যানভাগের ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার বিলি করেছিলেন। দ্বিতীয় অভিনয়ে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে তিনশো করা হয়। টিকিটের দাম ছিল এক মোহর। দ্বিতীয় রজনীতেও হাউসফুল হয়ে যায়। বহু দর্শক টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যান। লেবেদেভ খুশি হয়ে ২৪ মার্চ ১৭৯৬ তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে দর্শকদের কৃতজ্ঞতা জানালেন।

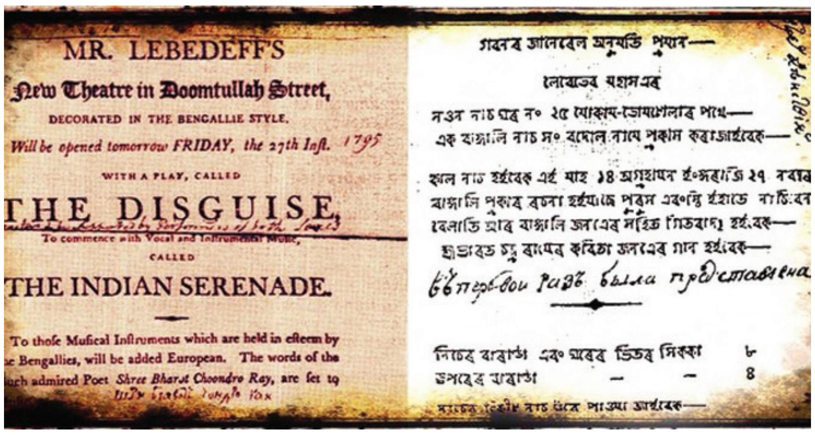

MR. LEBEDEFF'S
New Theatre in Doomtullah Street,
DECORATED IN THE BENGALLIE STYLE.
Will be opened tomorrow FRIDAY, the 27th Inſt. 1795
WITH A PLAY, CALLED
THE DISGUISE,
To commence with Vocal and Inſtrumental Muſic,
CALLED
THE INDIAN SERENADE.
To thoſe Muſical Inſtruments which are held in eſteem by
e Bengallies, will be added European. The words of the
uch admired Poet Shree Bharut Choondro Ray, are ſet to

লেবেদেভের অভাবিত সাফল্যে ইংরেজদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। কেন না 'ক্যালকাটা থিয়েটার' তখন দর্শকদের অভাবে ধুঁকছে। পুরো কলকাতা শহরটাই যেন ভেঙে পড়ছে পঁচিশ নম্বর ডোমটোলায়।

ইংরেজদের কেউ কোনও ব্যাপারে টক্কর দেবে এটা মানা তাদের ধাতে ছিল না। ফলে ঈর্ষান্বিত ইংরেজ এবং ক্যালকাটা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ লেবেদেভের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে থাকে। ক্যালকাটা থিয়েটারের টমাস রোওয়ার্থ ছিলেন গেরাসিমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি গেরাসিমের সর্বনাশ করার জন্যে দৃশ্যপট শিল্পী (Scene Printer) ও বাজনাদার জোসেফ ব্যাটল-কে কাজে লাগান। ব্যাটল গেরাসিমের হিতৈষী সেজে 'বেঙ্গলী থিয়েটারে' যোগ দেন। ক্যালকাটা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের বাজে ব্যবহারে তিনি ওই থিয়েটার ছেড়ে এসেছেন — এই গল্প ফেঁদে তিনি গেরাসিমের বিশ্বাস অর্জন করেন। গেরাসিম নিজেও একজন দৃশ্যশিল্পী খুঁজছিলেন। তাই তিনি ব্যাটলকে আপন করে নিলেন। এরপরেই ব্যাটল তাঁর আসল খেলা শুরু করলেন। তিন মাসের বেহিসাবি খরচ করে জিনিসপত্র নষ্ট করে 'বেঙ্গলী থিয়েটার'-এ নিজের লোক ঢুকিয়ে লেবেদেভের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুললেন। 'বেঙ্গলী থিয়েটার'-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভাঙিয়ে নিয়ে গেলেন। লেবেদেভ চুক্তিভঙ্গ করার অপরাধে নট-নটীদের বিরুদ্ধে কোম্পানির আদালতে মামলা করেন। কিন্তু কোনও ইংরেজ আইনজীবী তাঁর হয়ে মামলা চালাতে রাজি হলেন না। মামলায় হেরে গিয়ে ধার দেনায় জড়িয়ে পড়েন। তবু তিনি নতুন উদ্যমে অভিনেতা অভিনেত্রী জোগাড় করে তৃতীয় অভিনয়ের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ইংরেজ থিয়েটার ব্যবসায়ীদের বজ্জাতিতে রাতের অন্ধকারে তাঁর সাধের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আগুন যেন তাঁর স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নাটক করার মানসিকতাও গ্রাস করে নিল। ১৭৯৭-এর মে মাসের একটি দিনে লেগেছিল সেই বিধ্বংসী আগুন।

সহজে দমে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না লেবেদেভ। তাই হতাশা, যন্ত্রণাকে বুকের মাঝে লুকিয়ে নতুন কিছু করতে চাইলেন। পোড়া নাট্যমঞ্চের নতুন করে সংস্কার করতে উদ্যোগী হলেন। 'দ্য ডেসার্টার' (The Desertar) নামে একটা অপেরাধর্মী নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাস্তবে রূপ দিতে পারলেন না। আবার তিনি নানাজনের বিশ্বাসঘাতকতা, বিরোধিতা ও চক্রান্তের শিকার হলেন। এ ক্ষেত্রে সাহেবদের সঙ্গে বাঙালি কর্মচারীরা, বাড়ির রাঁধুনি লস্কর মহম্মদ, বাড়িওয়ালা জগন্নাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ গাঁটছড়া বেঁধেছিল। এক বুক হতাশা নিয়ে লেবেদেভ দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৭৯৭ সালের ১০ ডিসেম্বর লর্ড টার্লো নামের এক জাহাজে করে তিনি ভাগীরথী ছেড়ে চলে গেলেন ভোলগা তীরে। পিছনে পড়ে রইল তাঁর দশ বছরের কলকাতার জীবন, তাঁর নাট্যপ্রয়াস আর বুকের রক্ত মুখে তুলে গড়া 'বেঙ্গলী থিয়েটার'-এর দগ্ধ দেহাংশবিশেষ। অপূর্ণ থেকে গেল তাঁর স্থায়ী মঞ্চ গড়ার স্বপ্ন, কলকাতার বাইরে মফস্সলে থিয়েটারকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা। সমসাময়িক বাঙালি রুচি ও জীবনধারার সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার যে অভিনব ও সঙ্গত প্রয়াস চালিয়েছিলেন, প্রতিকূল চক্রান্তে তা নষ্ট হয়ে গেল।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের তথা নাট্যশালার ইতিহাস লিখতে হলে লেবেদেভকেই প্রথমে স্মরণ করতে হয়। তাঁর হাত ধরেই যে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার পথচলা শুরু। সেই অর্থে তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার জনক। একমাত্র সাহেবরাই থিয়েটার গড়ে তুলতে পারে, বাঙালি পারে না — এই হীনতাবোধ থেকে তিনি বাঙালি নাট্যপ্রেমীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা 'বেঙ্গলী থিয়েটার'-এর মাধ্যমেই বাঙালি জানতে পারল যে, যাত্রার বাইরেও অন্য ধরনের বিনোদন বা প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। বাংলা নাট্যাভিনয়ে লেবেদেভই প্রথম যিনি নারী চরিত্র বাঙালি অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। ইংরেজদের চক্রান্তে বেঙ্গলী থিয়েটার ভস্মীভূত না হলে হয়তো বাংলা থিয়েটারে ধারাবাহিকভাবে অভিনেত্রীরা অভিনয় করে যেতেন। তার জন্য ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না।

'কাল্পনিক সংবদল' সামাজিক প্রহসনধর্মী নাটক। এই নাটক বাংলা প্রহসন রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। এই নাটকের প্রভাবে পরবর্তীকালের যাত্রাতে পৌরাণিক দেবী মাহাত্ম্যের স্থলে সামাজিক ব্যঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে 'কলিরাজার যাত্রা' (১৮২১) ও 'কামরূপ কামলতা যাত্রা' (১৮২২) দু'টির কথা বলা যেতে পারে। আসলে উনিশ শতকে বাঙালির নব জাগ্রত নাট্যবোধ গড়ে ওঠার আগেই লেবেদেভ নাট্যশালা গড়ে তোলেন কলকাতার বুকে। ওই নাট্যশালায় বাঙালিদের দ্বারা বাংলা নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন দু'শো পঁচিশ বছর আগে। 'বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকের বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছিল বাঙালির দ্বারা নাট্যশালা গড়ে তুলতে। মজার ব্যাপার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার' এ কোনও বাংলা নাটক অভিনীত হয়নি। রুশবাসী একজন নাট্যপ্রেমী যা করে দেখালেন, বাঙালিবাবু প্রসন্নকুমার তাঁর থেকে কোনও শিক্ষা নিলেন না। এটা নিঃসন্দেহে বাঙালির লজ্জা। তাই বাংলা নাটক যতদিন থাকবে, থাকবে প্রসেনিয়াম থিয়েটারচর্চা ততদিন লেবেদেভকে বাঙালি হৃদমাঝারে রাখবে। বিশ্বনাট্যদিবসের প্রাক্কালে বাংলা নাট্যজনদের নয়নের মণিকে বিনম্র শ্রদ্ধা।

"A PLAQUE
IN MEMORY OF
GERASIM STEPANOVICH LEB
(1749-1817)